দিদার সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ

কাশিনাথপুর, আদর্শ সদর, কুমিল্লা।

রেজিঃ নং- ৫০, তারিখ-০৮/০৪/১৯৬১খ্রি.

সমিতির সংগঠক ও কর্মজীবনঃ মুহাম্মদ ইয়াছিন। কুমিল্লা শহরতলীর পশ্চিম নিভৃত পল্লীর গরীব পিতার পাঁচ সন্তানের মধ্যে প্রথম। মেধাবী হয়েও অর্থাভাবে ৭ম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ চুকিয়ে সংসারের হাল ধরেন। ১৯৫৫ সালে পাকিস্তান পুলিশ বাহিনীতে কনস্টেবলের চাকুরিতে যোগদান করেন। সেখানেও ভাগ্যের কালো ছাঁয়া। ১৯৫৫ সালের শেষ দিকে পুলিশ ধর্মঘটের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে হাজতবাসী, পরে চাকুরিচ্যুত হয়ে জীবিকার তাগিদে এলাকায় ছোট একটি চা দোকান খুলে হয়ে যান চা দোকানি। মেধাবী চা দোকানী সেখান থেকে ক্ষুদ্র আয়ের উদ্বৃত্ত দিয়ে ১৯৬০ সালে ০৬টি রিক্সার মালিক হন এবং ভাড়ায় পরিচালনা শুরু করেন। ক্ষুদ্র দোকানে বসে চা পানের বিশ্রামের ফাকে রিক্সা শ্রমিকগণ ঘাম শুকাতেন আর সংসারের অভাবের গালগল্প করতেন। সে সময় এ জনপদে অভাব লেগেই থাকতো। তখন ১৯৫৯ সাল। গ্রামের গরীব কৃষকদের উন্নয়নের চিন্তা করে ডঃ আখতার হামিদ খান পরিক্ষামূলকভাবে কুমিল্লা কোটবাড়ীতে কুমিল্লা পল্লী উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৬০ এর শেষাংশে ইয়াছিন মিয়া তাঁর সাথে দেখা করে গরীব অসহায়দের কিভাবে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করা যায় এ জন্য উপদেশ গ্রহন করে ০৯ অক্টোবর, ১৯৬০ সালে সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র পঁজি গঠন করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য সমবায় সমিতি গঠন করার জন্য প্রায় ২০০জন গ্রামবাসীর একত্রিত করে প্রস্তাব পেশ করলে উপস্থিতগনের মধ্যে মাত্র দুইজন, পূর্বোক্ত ছয়জন রিক্সাচালক ও তিনি নিজে মিলে মোট ০৯ জনের ০৯ আনা মূলধন দিয়েই যাত্রা **"দিদার"** সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সংগঠনটির। পরবর্তীতে সফলতার আলো ছড়াতে শুরু করলে প্রয়োজনের তাগিদে সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধন নং-৫০, তারিখ- ০৮-০৪-১৯৬১ খ্রি. মূলে নিবন্ধন প্রাপ্ত হয়।

সমিতির প্রোফাইল

০১। সমিতির নাম : দিদার সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লি:

০২। সমিতির ঠিকানা : স্থান: কাশিনাথপুর, ডাকঘর: হালিমানগর

উপজেলা: আদর্শ সদর, জেলা: কুমিল্লা।

০৩। সমিতর নিবন্ধন নম্বর ও তারিখ:

ক) মূল নিবন্ধন নং- ৫০, তারিখ: ০৮/০৪/১৯৬১খ্রি.

খ) সংশোধিত নিবন্ধ নং- ০৭, তারিখ: ২৫/১০/১৯৮২খ্রি.

গ) সংশোধিত নিবন্ধ নং- ০৫, তারিখ: ১১/০৪/১৯৮৯খ্রি.

০৪। সমিতির মূল কার্যক্রম:

ক) পুঁজি গঠনকল্পে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় করা;

খ) সদস্যকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য ঋণের ব্যবস্থা করা;

গ) সদস্যদের এবং তাদের সন্তানদের লেখাপড়া ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা;

ঘ) সদস্যদেরকে আত্ম-নির্ভরশীল হিসাবে গড়ে তোলা।

০৫। সদস্য সংখ্যা :

১২০০ এর অধিক পরিবারের জনসংখ্যা এলাকায় সমিতিটির সভ্য ও কার্য এলাকা। তাদের অধিকাংশ পরিবাই সমিতির সদস্য। সদস্য সংখ্যা : ১৫৭৩ জন :

ক্র: নং	বিবরণ	সদস্য সংখ্যা
০১	পুরুষ	৭১০
০২	মহিলা	৪৪৮
০৩	ক্ষুদে	৪১৫
মোট =		১৫৭৩

০৬। সমিতির অনুমোদিত শেয়ার মুলধন : ২,০০,০০,০০০/- টাকা।

০৭। আদায়কৃত শেয়ার মুলধন : ৪৬,৮৫,৫০৩/- টাকা।

০৮। নিজস্ব মূলধন : ১,১৮,৮২,০৭৯/- টাকা

০৯। ধারকৃত মূলধন (সঞ্চয় ও অন্যান্য) : ৪০,২৯,৩৪৯/- টাকা।

১০। কার্যকরী মূলধন : ১,৫০,৯৫,৭৩৪/- টাকা।

১১। বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ : ১,০২,৩৬,২৬৪/- টাকা।

স্থায়ী সম্পদ :

স্থায়ী সম্পদ হিসাবে সমিতির নামে ৯৯ শতক ভুমি রয়েছে। উক্ত জমির উপর সমিতির অফিস ভবন, এলাকার লোকজনের সুবিধার্থে কমিউনিটি সেন্টার, সমবায় বিপনী/দোকান, ট্রাক্টর গ্যারেজ ও ০২ টি মার্কেট রয়েছে। উক্ত মার্কেটে ৫৩ টি দোকান রয়েছে। দোকান, কমিউনিটি সেন্টার, ট্রাক্টর গ্যারেজগুলো স্থানীয় বাজার মূল্যে ভাড়া দেয়া হচ্ছে।

বর্তমান বাজার মূল্য হিসেব কষে নির্ধারণ করলে ৯৯ শতক ভুমির মূল্য কমপক্ষে ৯,০০,০০,০০০ (নয় কোটি) টাকা মূলধনের সাথে যোগ হবে। বলা যায় ৯ আনা থেকে এখন ১০ কোটিরও বেশী মূলধন সমৃদ্ধ। সমিতির শুরু হতে অর্থাৎ ১৯৬০ খ্রি. হতে ২০১৯ খ্রি. পর্যন্ত অর্থের প্রবাহ হিসাব কষলে ১০০,০০,০০,০০০ কোটি টাকার উর্ধ্বে অর্থ প্রবাহ হয়েছে। সে হিসেবে সমিতির এলাকার জনসংখ্যার মাথাপিছু প্রবৃদ্ধি ২,০০,০০০ টাকা এবং সমিতির সদস্যদের মাথা পিছু আর্থিক প্রবাহ ২,৫০,০০০ টাকা। এই পরিসংখ্যানের হিসাব মতে প্রতিটি গ্রামে এমন একটি সমবায় সমিতি সংগঠিত হলে বাংলাদেশ আজ বিশ্বের অন্যতম সমবায় ধনী ও উন্নত দেশে আত্মপ্রকাশ হতে পারতো।

স্থায়ী সম্পদের মুল্যসহ তালিকা :

ক্র: নং	খাতের বিবরণ	৩০.০৬.১৯খ্রি. তারিখে স্থিতি	মন্তব্য
০১	স্থায়ী সম্পদ (জমি ও ভবন)	২১,৮৭,৬০১/-	বর্তমান বাজার মূল্য নির্ধারণ করা হয়নি।
০২	কমিউনিটি সেন্টার	২,৯৬,২৬৩/-	
০৩	সমবায় বিপনী	১৪,০৬,১৭৫/-	
০৪	টারবাইন গভীর নলকূপ	১,৬৫,০০০/-	

জমির অবস্থান

মৌজার নাম	খতিয়ান নং	দাগ নং	সম্পত্তির পরিমান	জমির অবস্থান
কাশিনাথপুর	১০৫	৯৬	০২	চিশতী মিলের পাশে
		৪৮	১৬	উদয়ন একাডেমি ভবন
		১৬১	৩০	বাজার
		১৫০	০৭	বাগান
		১৫১	২৭	ব্যাংকসহ পিছনের অংশ
		১৪১	০৬	অফিস ঘর ও পূর্বাংশ
		১২৮	০৫	ব্রিকফিল্ডের রাস্তা
		১৪২	০২	রাস্তা সি ডি ব্লক
		১৫০	০৩	রাস্তা এ বি ব্লক
সর্ব মোট =			৯৯ শতক	

কার্যনির্বাহী কমিটির পরিচিতি

ক্র:নং	নাম	পদবী	ছবি
০১	জনাব হাজী মো: আবু তাহের	সভাপতি	
০২	জনাব মো: স্বপন	সহ-সভাপতি	
০৩	জনাব মো: তারেক	সদস্য	
০৪	জনাব রফিকুল ইসলাম	সদস্য	
০৫	জনাব আব্দুল মুমিন	সদস্য	
০৬	জনাব মো: মোজাম্মেল হক	সদস্য	
০৭	জনাব মমতাজ বেগম	সদস্য	
০৮	জনাব মোঃ কাইয়ুম খান	সদস্য	
০৯	জনাব মো: রেজাউল করিম	সদস্য	

মহা-মনীষীদের পদচারনাঃ

সমাজ বিজ্ঞানী ড. আখতার হামিদ খান এর হাতে জন্ম নেয়া সমিতিটির সফলতা ছড়িয়ে পড়লে দেশ ও আর্ন্তজাতিক অঙ্গনের অনেক ব্যক্তি সমিতিটি পরিদর্শন করেন। ২৮ অক্টোবর, ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ সভানেত্রী ও বর্তমানে মাননীয় প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা সমিতিটি পরিদর্শন করেন। তাঁর সাথে ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক জনাব আমীর হোসেন আমু, প্রচার সম্পাদক জনাব নাসিম, আবদুল আওয়াল প্রমুখ। বিভিন্ন সময়ে মন্ত্রী.এম.পি. সচিব, সরকারী-বেসরকারী উচ্চ পর্যায়ের কর্মর্কতা গবেষক, বুদ্ধিজীবি, সাংবাদিক, দেশীয় ও বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, প্রশিক্ষক ও উন্নয়নের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গ অত্র সমিতি পরিদর্শন করেন।

২৮ অক্টোবর ১৯৮৯ ঃ বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ এর সভানেত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী, জননেত্রী শেখ হাসিনা ও তৎকালীন আওয়ামীলীগ এর যুগ্ম সম্পাদক মো. আমির হোসেন আমু, প্রচার সম্পাদক মো: নাসিম, কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি আ. আউয়ালসহ জেলাপরিষদ ও জেলা আওয়ামীলীগ এর স্থানীয় নেতৃবৃন্দ দিদার সার্বিক গ্রামউন্নয়ন সমবায় সমিতি লি. পরিদর্শন করেন। এসময় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সমিতির কার্যক্রম অত্যন্ত সাফল্যজনক বলে মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশের মত একটি দরিদ্র দেশের সার্বিক উন্নতির জন্য বহুমূখী গ্রাম সমবায় অপরিহার্য। এই প্রতিষ্টান তার প্রমাণ। আমি কর্মকর্তা ও সদস্যদের ধন্যবাদ জানাই।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড) এর প্রকল্পের যে সকল সমবায় সমিতি দীর্ঘ ৪০ বছরের অধিক সময় ধরে সুন্দর ভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে সে সকল সমিতির টেকসই এর কারন এবং কার্যক্রম কি তা জানতে এফ.এ.ও এর কান্ট্রি রিপ্রেজেনটেটিভ মি. মাইক রবসন কুমিল্লার বিভিন্ন সমিতি পরিদর্শন করেন। এরই অংশ হিসেবে গত ২৭ মে রোজ শুক্রবার দিদার সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি পরিদর্শন করেন। সমিতির সভাপতি হাজী মো: আবু তাহের সমিতির সকল কার্যক্রম উপস্থাপন করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবৃন্দ। তিনি সমিতির অন্যান্য সদস্য ও সদস্যাদের সাথে মত বিনিময় করেন। উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন এফ.এ.ও এর কর্মকর্তা ড. মো: নূরে আলম খন্দকার ও ড. অনিল কুমার। এছাড়াও আরো উপস্থিত ছিলেন বার্ডের যুগ্ম-পরিচালক আবুল কালাম আজাদ এবং উপ-পরিচালক আনোয়ার হোসেন ভূইয়া।

এছাড়াও আমাদের সমিতিতে বিগত সময়ে পরিদর্শন করেন আমাদের দেশের সাবেক রাষ্ট্রপ্রধান হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ, বাংলাদেশ সরকারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াসহ দেশের মন্ত্রী, সচিব, সরকারী- বেসরকারী কর্মকর্তা, গবেষক, বুদ্ধিজীবি, সাংবাদিক, দেশী বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক গ্রাম উন্নয়ন কাজে জড়িত প্রতিনিধি ও গ্রামীন পর্যায়ের নেতৃত্বদানকারী সমবায় কর্মী, প্রশিক্ষক দিদার সমিতি পরিদর্শন করে আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছেন। আমরা তাদেরকে শ্রদ্ধার সাথে সাদরে গ্রহণ করেছি এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে আমাদের কার্যক্রম প্রচার ও প্রসারের ব্যবস্থা করেছি।

পরিদর্শন বহি

দিদার সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ দেশ বিদেশের ৫১১ জন গুরুত্ব পুর্ন ব্যক্তিবর্গ পরিদর্শনকরেন।

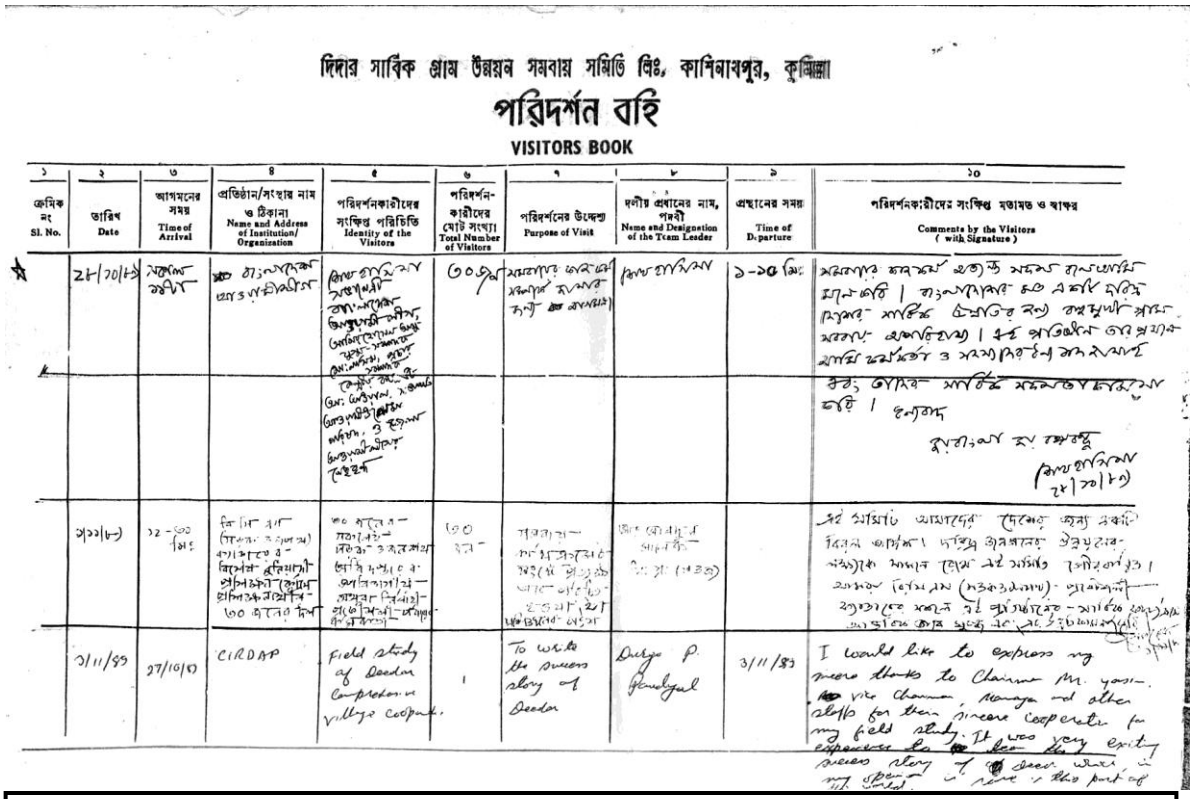

দিদার সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ, কাশিনাথপুর, কুমিল্লা

পরিদর্শন বহি

VISITORS BOOK

১ ক্রমিক নং Sl. No.	২ তারিখ Date	৩ আগমনের সময় Time of Arrival	৪ প্রতিষ্ঠান/সংস্থার নাম ও ঠিকানা Name and Address of Institution/ Organization	৫ পরিদর্শনকারীদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি Identity of the Visitors	৬ পরিদর্শনকারীদের মোট সংখ্যা Total Number of Visitors	৭ পরিদর্শনের উদ্দেশ্য Purpose of Visit	৮ দলীয় প্রধানের নাম, পদবী Name and Designation of the Team Leader	৯ প্রস্থানের সময় Time of Departure	১০ পরিদর্শনকারীদের সংক্ষিপ্ত মতামত ও স্বাক্ষর Comments by the Visitors (with Signature)
	3/11/89	27/10/89	CIRDAP	Field study of Deedar Comprehensive village cooperative	1	To write the success story of Deedar	Durga P. Paudyal	3/11/89	I would like to express my sincere thanks to Chairman Mr. Yasin, Vice Chairman, Manager and other staffs for their sincere cooperation for my field study. It was very exciting experience ... success story of Deedar ...

দিদার সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ দেশ বিদেশের গুরুত্ব পুর্ন ব্যক্তিবর্গ পরিদর্শনকারীদের সংক্ষিপ্ত মতামত ও স্বাক্ষর।

সমিতির কার্যক্রমে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার এবং স্বীকৃতি

অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে, আমাদের সমিতি আজ দেশ বিদেশের খ্যাতনামা পরিকল্পনাবিদ, উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ ও বিশিষ্ট সমাজকর্মীকে আকর্ষণ করেছে। একটি ক্ষুদ্র প্রাথমিক সমিতি হওয়া সত্বেও এ সমিতি এখন যে কোন কেন্দ্রীয় এমনকি জাতীয় সমবায় সমিতির চাইতেও অধিক খ্যাত। বলাবাহুল্য আমাদের সমিতির অগ্রগতি ও কাজ কর্মের মূল্যায়ন করে, বিভিন্ন সময়ে দেশ-বিদেশের একাধিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা গবেষক, বুদ্ধিজীবিগন অনেক প্রবন্ধ ও গবেষনামূলক রিপোর্ট লিখেছেন। যা দেশ- বিদেশ বহুল প্রচারিত পত্র পত্রিকা এবং আলাদা প্রস্তুতাকারে প্রকাশিত হয়েছে। তাতে আমাদের সমিতির কার্যক্রম জাতীয় পর্যায়ে এমনকি আন্তর্জাতিকভাবেও পরিচিত হয়েছে।

আজ অনেকেই বলেন আমরা নাকি সাফল্যের চুড়ায় এসে পৌছেছি। আবার কেই বলেন দিদার শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু আমরা মনে করি সবেমাত্র যাত্রা পথে পা রেখেছি। কাঙ্খিত লক্ষ্য আমাদের অনেক দূরে। ইতিমধ্যে আমাদের কাজ কর্মের মুল্যায়ন করে গণপ্রজাতান্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন জাতিগঠন মূলক প্রতিষ্ঠান কাজের স্বীকৃতি জানিয়ে একাধিকবার আমাদের সমিতিকে পুরস্কৃত করে উৎসাহিত করেছেন। ১৯৬২ সালে " জাতীয় সমবায় দিবস" উপলক্ষে তৎকালীন প্রদেশিক গভর্ণও সমবায় ইউনিয়ন হতে পুরস্কার প্রদান করেন। ১৯৬২ সাল অবধি কুমিল্লা জেলা প্রশাসক কয়েকবার সমিতিকে পুরস্কার ও প্রশংসাপত্র প্রদান করেন। ১৯৭৬ সালে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন ও অবদান রাখার স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশ সরকার সমিতিকে " রাষ্ট্রপতি পুরস্কার" প্রদান করেন। ১৯৭৭ সালে " কুমিল্লা ফাউন্ডেশন " থেকে স্বর্ণপদক প্রদান করে। ১৯৮০ সালে বাংলাদেশ সরকার ইয়সিন সাহেবকে জাপানে উন্নত ধরণের কৃষি পদ্ধতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য পাঠিয়েছিলেন। ১৯৮২ সালে যথাক্রমে বাংলাদেশ ও জেলার শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি হিসাবে বাংলাদেশ সরকার " স্বর্ণপদক ও রৌপপদক" প্রদান করেন। ১৯৮৪ সালে সমিতি বাংলাদেশের " স্বাধীনতা পদক লাভ" করে। ১৯৮৮ খ্রি. সনে আন্তর্জাতিক পুরস্কার র‍্যামনম্যাগ সাই সাই (এ্যাওয়ার্ড) অর্জন ও পল্লী উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখার জন্য অত্র সমিতির প্রতিষ্ঠাতা আলহাজ্ব মোঃ ইয়াসিন ১৯৯০ খ্রি. সনে " স্বাধীনতা পদকঃ পুনরায় অর্জন করেন। সর্ব শেষ সমিতির বর্তমান সভাপতি জনাব হাজী মোঃ আবু তাহের-কে ৪৩তম জাতীয় সমবায় দিবস উদযাপনে বিশেষ অবদান রাখার শুভেচ্ছা স্মারক ক্রেস্ট প্রদান করেন জাতীয় সমবায় দিবস উদযাপন কমিটি, কুমিল্লা। তাছাড়া সমিতির অতীত ও বর্তামন সকল নৈতৃত্ব আমাদের সমিতির সুনাম দেশ-বিদেশে বহুলাংশে বৃদ্ধি করেছে এবং একই সময়ে সমিতির প্রতিষ্ঠাতা জনাব মুহাম্মদ ইয়সিন সাহেব কে দেশ ও জেলার শ্রেষ্ঠ সমবায়ী হিসাবে বাংলাদেশ সরকার জাতীয় পুরস্কার হিসেবে স্বর্ণ পদক ও রৌপা পদক প্রদান করেন।

সমিতির সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমিতির ভূমিকা

প্রথমে আমরা সমিতির সভ্যদের বিভিন্ন কারিগরি কাজের প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রশিক্ষিত করে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছি। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে শুষ্ক মৌসুমে যাতে কৃষকের জমিতে আবাদ করতে পারে তার জন্য ০২ টি গভীর নলকূপ স্থাপন করে পানি সেচের ব্যবস্থা সহ কৃষকের বীজ, কীটনাশক ঔষধ, অন্যান্য কারিগরি সহায়তার ব্যবস্থা করে দেয়া হয়েছে। সভ্যদের বাড়িতে পানীয় জলের নলকূপ বসানো হয়েছে। সভ্যদের বাড়িতে জলাবদ্ধ, পায়খানার ব্যবস্থা করে দেয়া হয়েছে। সভ্যদের ঘরে বিদ্যুতায়ন করা হয়েছে। যারা অতি দরিদ্র তাদের ঘরের ছাউনি ছনের পরিবর্তে টিন লাগানো হয়েছে। সভ্যগণ রোগের চিকিৎসার জন্য স্থানীয় গ্রাম্য ডাক্তার সমিতিতে রেখে চিকিৎসার সু-ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রয়োজনে শহরে এমবিবিএস ডাক্তারের নিকট গেলে প্রেসক্রিপশনের অর্ধেক টাকা ঔষধের অর্ধেক মূল্য সমিতি হতে দেয়া হতো। শিক্ষার হার বৃদ্ধিও জন্য সমিতির উদ্যোগে দিদার জুনিয়র হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যা এখন দিদার মডেল হাই স্কুল হিসাবে পরিচালিত হচ্ছে। সভ্যদের ছেলে মেয়েদেও বই পুস্তক খরিদ করে দেয়া হয় এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ১ম,২য়,৩য় হলে তাদেরকে বৃত্তি প্রদান করা হয়। সভ্যদের মধ্যে যে পরিবার পরিকল্পনার স্থায়ী ও অস্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণ করতে তাদেরকে যথাক্রমে ৬০০ ও ১০০০ টাকা এককালীন সাহায্য প্রদান করা হতো। গ্রামে রাস্তা-ঘাট সংস্কার, পুকুর খনন, মসজিদ মাদ্‌রাসা উন্নয়ন ও সামাজিক শান্তি শুঙ্খলার জন্য সমিতির মাধ্যমে বিাচর ও মিমাংসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমরা আজ ৫৯ বৎসর অতিক্রম করে ৬০ বছরে পদাপর্ণ করেছি। এতসব সাহায্য ও সুযোগ সুবিধা প্রদানের ফলে আমাদের সভ্যদের প্রভূত সফলতা এসেছে। যার ফলশ্রুতিতে বর্তমানে পূর্বের ন্যায় এতসব সাহায্যের আর প্রয়োজন নেই। সমবায় ও যুগ পরিবর্তনের সাথে সাথে সভ্যদের চাহিদার ধরণ বদলে যাচ্ছে। এখন সভ্যদের নজর ও রুচির পরিবর্তন হওয়ার সাথে সাথে আমরা নতুন নতুন প্রকল্প ও পরিকল্পনা গ্রহণ করে আসছি। মূলত সমবায় সমিতি একটি জনকল্যাণ মূলক প্রতিষ্ঠান হলেও এর সার্বিক কর্মকান্ড অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত । তবে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান হতে এর প্রকৃতি একেবারেই ভিন্ন। শুধু অর্থনৈতিক ভাবে লাভ করাই সমিতির একমাত্র উদ্দশ্য নয়। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমিতির সদস্যদের কর্মসংস্থান করা, পারস্পরিক আয় বৃদ্ধি করা এবং সদস্যদের চাহিদা অনুযায়ী প্রাপ্য সুযোগ সুবিধা সমিতি এলাকার জনগণের দোরগোড়ায় পৌছে দেয়াই সমিতির মূল উদ্দেশ্য।

০১। বার মাসি ফল উৎপাদনের জন্য ১০জন পুরুষ শ্রমিক এবং মহিলাকে উন্নত জাতের আম এবং পেয়ারা চারা বিনামূল্যে বিতরন করা হয়েছে। এবং প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তর থেকে।

০২। কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তরের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভিয়েতনাম হতে আনা ৪০টি নারিকেলের চারা এলাকায় ৪০জন কৃষককে প্রশিক্ষনের মাধ্যমে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। এবং প্রত্যেককে একটি করে চারা দেওয়া হয়।

০৩। মহিলাদের আর্থিক অবস্থা পরিবর্তন করার জন্য উপজেলা সমবায় অফিস হতে ৩০জন মহিলা সদস্যকে কৃস্টাইল পাথরের প্রশিক্ষন দেওয়া হয়েছে। তারা সবাই সফলতার সাথে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিয়াছে। এবং এলাকাতে তারা এই কাজ করে আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন করার জন্য কাজ করছে।

০৪। উপজেলা পশু সম্পদ কর্মকর্তা তত্বাবধানে সমিতির মাধ্যমে পুড়া গ্রামের গবাদি পশু এবং হাঁস মুরগি টিকা ইনজেকশন বিনামূল্য দেওয়া হয়। এই কর্মসূচি প্রতি বৎসর চলে।

সমিতির ব্যবসায়ীক কার্যক্রম

সমিতির প্রতিষ্ঠা লগ্ন হতেই সমিতির মাধ্যমে ব্যবসা বাণিজ্য করার জন্য আমরা বিভিন্নমূখী ব্যবসায়িক প্রকল্প গ্রহণ করি। তবে সমিতির ব্যবসা, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে হতে এর প্রকৃতি একেবারই ভিন্ন। শুধু অথনৈতিকভাবে লাভ করাই সমিতির একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্যগুলো হলোঃ-

০১। সমিতির সদস্যদের কর্মসংস্থান করে দেয়া।

০২। সমিতির সদস্যদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া এবং ঐ ব্যবসায়ের উপর প্রশিক্ষিত করা।

০৩। সদস্যদের পারিবারিক আয় বৃদ্ধি করা।

০৪। সমিতির আর্থিক মুনাফা অর্জন করা।

এসব উদ্দেশ্য মাথায় রেখে আমরা প্রথমে রিক্সা প্রকল্প চালু করি। তারপর সদস্যদের চাহিদা অনুযায়ী ট্রাক, ট্রাক্টর, ইট তৈরির কারখানা, ধান ও গম ভাঙ্গার কল, অয়েল মিল, সমবায় ষ্টোর, সমবায় মার্কেট, মৎস চাষ, হাঁসের ফার্ম, কৃষিতে ব্যবহৃত সার, বীজ, কীটনাশক ঔষধ, আধুনিক চাষাবাদের কৃষি সরঞ্জাম, ইরি, বোরো মৌসুমে জামিতে পানি সেচের জন্য গভীর নলকূপ ইত্যাদি। উল্লেখিত প্রকল্পগুলোর সকল উদ্দেশ্যই ইতিমধ্যে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ফলে সমিতির সদস্যরাই আজ ঐ সকল ব্যবসা নিজেরাই করছে এবং তারা করতে সক্ষম হয়েছে।

ফলশ্রুতিতে সমিতির ধীরে ঐ সকল ব্যবসা বন্ধ করে দিয়েছে। তবে বর্তমানে সমিতির ব্যবসায়ের মধ্যে সমবায় বিপনী, সমবায় বাজার, গভীর নলকূপ, গাড়ী রাখার গ্যারেজ, সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহৃত

বিল্ডিং ভাড়া গোডাউন ভাড়া, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভাড়া, ইট ভাটা ইত্যাদি। এরপর আমরা আরও ভিন্ন ভিন্ন যুগোপযোগী ব্যবসায়ীক প্রকল্প চালু করার চিন্তা ভাবনা করছি। যা অচিরেই বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়া হবে।

২২/১০/২০১১খ্রি. তারিখে দিদার সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ এর নিজিস্ব ০.৩৪ একর ভূমিতে সমবায় বাজার উদ্বোধন করেন, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রানালয়ের, মাননীয় সচিব, জনাব ডঃ মিহির কান্তি মজুমদার।

লভ্যাংশ বন্টন

প্রতি বছর সমিতির নিয়মিত সদস্য ও ক্ষুদে সদস্যদের সঞ্চয় এবং শেয়ারের জন্য সঞ্চয়ের উপর লভ্যাংশ বিতরন করা হয়। গত অর্থ বছরে সতিতির সদস্যদেরকে ২০% হারে ৯,৯২,১৮০/- টাকা লভ্যাংশ হিসাবে বিরতণ করা হয়।

উৎসাহ বোনাস

যে সকল সদস্য (মহিলা, পুরষ ও ক্ষুদে) যারা ব্যৎসরিক নিয়মিত ৫২ সাপ্তাহ আমানত পূর্ণ করে দিয়েছে তাদের সকলকে উৎসাহ বোনস হিসাবে ৫৪,৬৭০/- টাকা প্রদান করা হয়েছে। সমিতির সদস্যগণ যাতে নিয়মিত সাপ্তাহিক সভায় উপস্থিত থাকেন সে জন্য সাপ্তাহিক সভায় নিয়মিত প্রতি সপ্তাহে ৭০০/- টাকার হাজিরা পুরস্কার হিসেবে বিভিন্ন দ্রব্যাদি প্রদান করা হয়। এতে গত অর্থ বছরে ৩০৯৪১৮/- টাকা ব্যয় করা হয়েছে। ঈদ উপলক্ষ্যে সাপ্তাহিক সভায় সদস্যদের উৎসাহের জন্য নিয়মিতভাবে বিশেষ পুরস্কার দেয়া হয়েছে। এছাড়াও সভ্যগণকে আগামী অর্থ বছরের জন্য তাদের শেয়ারের উপর নিয়মিত সদস্যদের ২০% ও নিয়মিত ক্ষুদে সদস্যদের ৮% হারে লভ্যাংশ প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

দিদার সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ এর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত দিদার মডেল হাই স্কুল। বর্তমানে এই স্কুলে ১৫০০ জন ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়নরত এবং ২৫ জন শিক্ষক কর্মরত আছেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে দিদার সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ এর সদস্যদের মধ্যে বিনামূল্যে গাছের চারা বিতরণ ও রোপন করছেন সমিতির সভাপতি জনাব মোঃ আবু তাহের ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ।

দিদার সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ইট ভাটা। দিদার সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ এর আয়ের একটি অন্যতম উৎস্য ইট ব্যবসা। এলাকার জনগনের সেবার লক্ষ্যে অন্যান্য ইট ভাটার চেয়ে কম মূল্যে ইট বিক্রয় করা হয়ে থাকে।

দিদার সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ এর নিজস্ব পরিবহনের মাধ্যমে বেকার সদস্যদের কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে ব্যাপক অবদান রাখছে।

দিদার সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ হতে ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণ করে গাভী পালন ও গরু মোটাতাজা করণের মাধ্যমে সদস্যদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন করছে।

দিদার সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ হতে ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণ করে সেলাই কার্যক্রমের মাধ্যমে সদস্যদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন করছে।

দিদার সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ এর পরিচালনায় সমবায় বাজার, কাশিনাথপুর, আদর্শ সদর, কুমিল্লা।

দিদার সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ এর নিজস্ব মার্কেট সম্মুখে দৈনিক কাঁচা বাজার।

সমিতির অগ্রগতি

দিদার সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতির অগ্রগতি ও উন্নয়নের যাত্রা পথ ছিল অত্যন্ত ভঙ্গুর। তা সত্যেও সকল বাধা অতিক্রম করে সমিতি এগিয়ে চলছে তার অভিষ্ট লক্ষ্যে। সভ্যদের বিরামহীন চেষ্টা ও সাধনার ফলশ্রুতিতে আজ এখানে গড়ে উঠেছে নতুন নীতিবোধ অনুপ্রানিত এক নতুন সমাজ। আমরা এমনি এক সমাজের ভিত্তি রচনা করেছি যেখানে হিংসার বদলে স্থান পেয়েছে ভক্তি ও ভালবাসা। দলাদলির বদলে একতা ও শৃংখলা, অপব্যয়ের বদলে সঞ্চয় ও পরস্পরকে সাহায্য সহযোগিতা করার প্রবনতা। আজ থেকে ৫৮ বছর আগে ৯ জন সদস্য নিয়ে আমরা যাত্রা শুরু করেছিলাম। বর্তমানে ১৫৭৩ জন (পুরুষ : ৭১০ জন, মহিলা: ৪৪৮ জন, ক্ষুদে : ৪১৫ জন)। সেদিন যাদের সঞ্চয় বলতে কিছুই ছিলনা, আজ তাদেরই সমবেত প্রচেষ্টায় সমিতির সম্পদ দাঁড়িয়েছে প্রায় ২০ কোটি টাকায়। সমিতির এই বিভিন্নমূখী উন্নতি ও সম্পদ দেখে সভ্যদের মন আনন্দে ও উদ্দীপনায় ভরে উঠেছে। তবে এ সাফল্যই আমাদের চিন্তা ও কাজের শেষ নয়, বরং ভবিষ্যতের ব্যাপকতর কর্মপন্থার অনুসন্ধানে আমরা সর্বদা উদ্ভাবনী চিন্তায় নিমগ্ন।

সদস্যদের সুবিধা ও উৎসাহ প্রদান

সমিতি প্রতিষ্ঠার পর অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির জন্য আমরা সমিতিতে সৃষ্ট লাভ হতে সমাজ কল্যাণমূলক বিভিন্ন তহবিল গঠন করি এবং এসব তহবিলের মাধ্যমে সদস্যদের উন্নয়নের জন্য কাজ করে থাকি। তহবিলগুলো হলো:

০১। দাতব্য তহবিল ২। শিক্ষা তহবিল ৩। যৌথ সহায্য তহবিল ৪। স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা তহবিল, ৫। গ্রাম উন্নয়ন তহবিল, ৬। ত্রাণ তহবিল, ৭। কারিগরী প্রশিক্ষণ তহবিল, ৮। গভীর নলকূপ রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল, ৯। কৃষি উন্নয়ন তহবিল, ১০। সামাজিক নিরাপত্তা ও শৃংখলা তহবিল, ১১। মৃত সদস্যদের শেয়ারের উপর বর্ধিত লাভ প্রদান তহবিল, ১২। ধর্মীয় ও ত্রাণ তহবিল, ১৩। সাপ্তাহিক সভার পুরষ্কার প্রদান তহবিল।

সাপ্তাহিক সভা

কার্য-নির্বাহী কমিটির প্রতিমাসে একটি সভা ছাড়াও সভ্যগণ প্রত্যেক শুক্রবার রাত ৮:৩০ ঘটিকায় পুরুষ, বুধবার বিকাল ৩:০০ ঘটিকায় মহিলা, শুক্রবার সকাল ১০:০০ ঘটিকায় ক্ষুদে সদস্যগণ সমিতির নিজস্ব মিলনায়তনে উপস্থিত হন এবং বিগত সপ্তাহে সমিতির বিভিন্ন কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজ খবর নেন এবং সাপ্তাহিক সঞ্চয় জমা দেন। এ সাপ্তাহিক সভা হচ্ছে সভ্যদের গণতান্ত্রিক চিন্তাধারা বিকাশের সুতিকাগার। এ সভায় সভ্যগন সমিতির উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের উপর খোলা-খোলিভাবে আলোচনার মাধ্যমে ভবিষ্যত পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তাতে একই বিষয়ে একাধিক সভ্যের স্বাধীনভাবে আলোচনার ফলে যেকোন সিদ্ধান্তের প্রতি তাদের সাধারণ জ্ঞান ও সহযোগীতার মনোভাব ব্যক্ত হয়।

বিগত ২০১৯-২০২০খ্রি. অর্থ বছরে ৪৭টি পুরুষ সাপ্তাহিক সভা, ৪৯টি মহিলা সাপ্তাহিক সভা ও ১৮টি ক্ষুদে সাপ্তাহিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উত্থান ও থমকে থাকার মাঝে দিদার সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতিটি যে আদর্শ ও উদ্দেশ্যের অনুপ্রেরনায় যে মূলধন ও সম্পদ রয়েছে তা এখনো সংগঠন পরিচালনায় সদস্যদের যে সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে তা কাজে লাগিয়ে বর্তমান ব্যবস্থাপনা ক্রমাগত নিজেদের নিয়োজিত রেখে সমিতিটিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে পারে, সে সুযোগ ও সম্ভাবনা এখনও বিদ্যমান। তাই তাঁরা পুরোনো স্মৃতিকে সামনে নিয়ে আজও নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সমিতিতে বর্তমানে ২৫ জনের মত সরাসরি কর্মসংস্থান হয়েছে। অপরদিকে পরোক্ষ ভাবে কমপক্ষে ৬০০ পরিবারে স্বকর্ম সংস্থান হয়েছে।

উন্নয়ন ও সম্ভাবনা

গ্রামের সামগ্রিক উন্নয়ন ব্যতীত কোন ভাবেই দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। সময় এসেছে, গ্রাম ব্যবস্থাকে সমবায়ের আদলে ঢেলে সাজিয়ে সরকারী ব্যবস্থাপনা ও পৃষ্ঠাপোষকতার আওতার এন সার্বিক গ্রাম উন্নয়নের চিন্তা করা। তাইতো বঙ্গবন্ধু কণ্যা তাঁর পিতার এ লাল সবুজের দেশটাকে নিয়ে খোলা চোখে স্বপ্নগুলো বাস্তবায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আজকে প্রতিটি গ্রামকে শহরের সকল সুযোগ সুবিধাদিয়ে গৃহিত এমডিজি, এসডিজি ও ডেলটাপ্ল্যান উন্নয়নকর্মসূচী বাস্তবায়নের জোড়ালো অংগীকার ব্যাক্ত করে সেদিকেই –অগ্রসর হচ্ছেন।

দিদার সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লি: এর ১০ টি নীতিমালা

- ০১। সমিতি সংগঠিত করা ও নিবন্ধিত করা;
- ০২। বাধ্যতামূলক উপস্থিতিতে সাপ্তাহিক সভা করা;
- ০৩। নগদ টাকা এবং দ্রব্যাদির মাধ্যমে নিয়মিত আমানত করা;
- ০৪। একজন বিশ্বস্ত লোককে ম্যানেজার পদে নিযুক্ত করা;
- ০৫। ভালোভাবে হিসাব ও রেকর্ডপত্র রাখা;
- ০৬। যৌথভাবে উৎপাদন ও অন্যান্য উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করা;
- ০৭। তদারকি ঋণ গ্রহণ, ব্যবহার ও সময়মত পরিশোধ করা;
- ০৮। উন্নত প্রথা ও দক্ষতা ব্যবহার করা;

- ০৯। থানা কেন্দ্রিয় সমবায় সমিতির সদস্যভূক্ত হওয়া;
- ১০। নিয়মিত আলোচনার মাধ্যমে সাধারণ সদস্যগণকে শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করা।

দিদার সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লি: এর

বিগত বার্ষিক সাধারণ সভার কিছু চিত্র:

দিদার সার্বিক গ্রাম উন্নয় সমবায় সমিতি লি: এর নিজস্ব সভা কক্ষে ৪৮তম বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কুমিল্লা সদর আসনের এমপি বীর মুক্তি যোদ্ধা হাজী আ. ক. ম বাহাউদ্দিন

দিদার সার্বিক গ্রাম উন্নয় সমবায় সমিতি লি: এর নিজস্ব সভা কক্ষে ৫১ তম বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব এডভোকেট মোঃ আমিনুল ইসলাম টুটুল, চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, আদর্শ সদর, কুমিল্লা।

দিদার সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ এর ৫২ তম বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী কুমিল্লা এর সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচির উপ-প্রকল্প পরিচালক জনাব ডঃ মোঃ কামরুল হাসান এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সমবায় অফিসার ও সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচির সহকারী পরিচালক, জনাব মুহাম্মদ আজিজুল হক ।

দিদার সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লি: এর নিজস্ব সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত ৫২ তম বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত সমিতির সদস্যবৃন্দকে পুরষ্কার বিতরণ করছেন কুমিল্লা জেলার আদর্শ সদর উপজেলার উপজেলা সমবায় অফিসার জনাব মুহাম্মদ আজিজুল হক।

দিদার সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লি: এর নিজস্ব সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত সমিতির পুরুষ সদস্যবৃন্দ।

দিদার সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লি: এর নিজস্ব সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত সমিতির মহিলা সদস্যবৃন্দ।